

## আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল) | Al-Isra (Bani-Israil) | الْاِسْرَاءُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ)

আয়াতঃ ১৭ : ২১

আরবি মূল আয়াত:

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَ لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ

أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

অনুবাদসমূহ:

ভেবে দেখ, আমি তাদের কতককে কতকের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর। — আল-বায়ান

লক্ষ্য কর, আমি তাদের কতককে অন্যদের উপর কীভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আর আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় সর্বোচ্চ ও গুণে সর্বোত্তম। — তাইসিরুল

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। — মুজিবুর রহমান

Look how We have favored [in provision] some of them over others. But the Hereafter is greater in degrees [of difference] and greater in distinction. — Sahih International

২১. লক্ষ্য করুন, আমরা কিভাবে একদলকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো অবশ্যই মর্যাদায় মহত্তর ও শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর!(১)

১. অর্থাৎ দেখুন, কিভাবে আমরা দুনিয়াতে মানুষকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ গরীব আবার কেউ মাঝামাঝি। অন্যদিকে কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত, আবার কেউ মাঝামাঝি। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কেউ আহমক, কেউ বুদ্ধিমান। দুনিয়াতে এ পার্থক্য মানুষের মধ্যে আছেই। এটা আল্লাহই করে দিয়েছেন। এর রহস্য মানুষের বুঝার বাইরে। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানদারদেরই থাকবে। সেখানকার পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিবে।

সেখানে কেউ থাকবে জাহান্নামের নীচের স্তরে, জাহান্নামের জিজির ও লোহার বেড়ির মধ্যে আবদ্ধ। আর কেউ থাকবে জান্নাতের উচ্চ স্তরে, নেয়ামতের মধ্যে, খুশির মধ্যে। তারপর আবার জাহান্নামের লোকদেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর হবে। আর জান্নাতের লোকদের স্তরও বিভিন্ন হবে। তাদের কারও মর্যাদা অপরের মর্যাদার চেয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যকার পার্থক্যের মত হবে। বরং উচ্চ স্তরে যে সমস্ত জান্নাতীরা থাকবে তারা ইল্লিয়ীনবাসীদের দেখবে, যেমন দূরের কোন নক্ষত্রকে আকাশের প্রান্তে কেউ দেখতে পায়। [ইবন কাসীর]

(২১) লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই পরকাল মর্যাদায় বৃহত্তর ও মাহাত্ম্যেও শ্রেষ্ঠতর। [1]

[1] তবে দুনিয়ার এই ভোগ-সম্ভার কেউ কম পায়, কেউ বেশী। মহান আল্লাহ স্বীয় কৌশলের ভিত্তিতে এবং ভাল-মন্দের দিক বিবেচনা করে তা বণ্টন করে থাকেন। আখেরাতে কিন্তু মর্যাদার মধ্যে তফাৎ স্পষ্টরূপে বিকশিত হবে। আর তা হবে এইভাবে যে, ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2050>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন